কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন গাইডলাইন ২০২৫

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. ভূমিকা

পর্যটন উন্নয়নের ক্ষেত্রে পর্যটন আকর্ষনীয়স্থান বা তার আশেপাশে বসবাসকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পর্যটন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা না হলে স্থানীয় অর্থনীতির ক্ষতি, প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস, সামাজিক মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্ষুন্ন হতে পারে। কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন [Community Based Tourism (CBT)] অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি, পর্যটনের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস এবং পর্যটন সাইটগুলির প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করতে পারে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অনেক দেশ কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় স্তরে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে কারণ তারা কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উদ্যোগকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জীবিকা নির্বাহের বিকল্প মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে যা তৃণমূল পর্যায়ে জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs), বিশেষত লক্ষ্য ৮ (শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি), লক্ষ্য ১১ (টেকসই শহর ও সম্প্রদায়), এবং লক্ষ্য ১২ (দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন) অর্জনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন (Community Based Tourism-CBT) বাংলাদেশে একটি সময়োপযোগী ও কার্যকর মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। 'কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন গাইডলাইনে বাংলাদেশের কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের আকর্ষণীয়স্থান, আগ্রহী পরিবার এবং সম্ভাব্য বাজার চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন, বিপণন এবং প্রসারের পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২. সংজ্ঞা

কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন (CBT) **: স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও মালিকানায় স্থানীয় প্রাকৃতিক ও পর্যটন সম্পদকে টেকসইভাবে ব্যবহার করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য পরিচালিত পর্যটন কার্যক্রম।**

কমিউনিটি : কমিউনিটি হলো একটি সামাজিক গোষ্ঠী। যারা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে এবং যাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সংস্কৃতি, আগ্রহ, প্রয়োজন এবং চাহিদা প্রায় একই ধরনের। এই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী একই ধরণের আইন ও প্রথা-নীতির অধীনে থাকতে পারে এবং এদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য একই ধরনের হয়ে থাকে।

হোমস্টে : স্থানীয় পরিবারের আবাসিক সুবিধা ব্যবহার করে পর্যটকের থাকা ও সেবা গ্রহণ ব্যবস্থা। কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনে স্থানীয় পরিবারে হোমস্টে সেবা প্রদান করা হয় পর্যটকদের।

টেকসই পর্যটন : এমন পর্যটন কার্যক্রম, যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশ অক্ষুণ্ন রাখে।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ।

৩. উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন কার্যক্রম চালু, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন এবং এর স্থায়ীত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন এই গাইডলাইনটির মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া দেশে বিপুল জনপ্রিয় এবং অতিব্যবহারে যেসব পর্যটন স্পটে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সারাদেশে বৈচিত্র্যময় জীবনধারাকে পর্যটনের আওতায় আনয়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে রূপান্তরিত করাই কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের উদ্দেশ্যে।

সহায়ক কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপ:

ক. বাংলাদেশে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিতকরণ;
খ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের উৎসাহী পরিবার/উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ;
গ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উন্নয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা এবং বাজার সম্ভাবনা চিহ্নিত করণ;
ঘ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন করা;
ঙ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উন্নয়নের জন্য বিপণন এবং প্রচার কৌশল নির্ধারণ;
চ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উন্নয়নের জন্য তহবিলের উৎস চিহ্নিত করণ এবং তহবিল গঠন;
ছ. স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে সরাসরি আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
জ. স্থানীয় পণ্য, লোকশিল্প ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশ;
ঝ. নারী, যুবক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পর্যটন উদ্যোক্তা হিসেবে সক্ষমতা বৃদ্ধি;
ঞ. ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে আধুনিক সেবা নিশ্চিতকরণ।

৪. কমিউনিটি পর্যটনের সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিতকরণ

বাংলাদেশে কমিউনিটি পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত করার অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন কর্মসূচিতে ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর হোম-স্টে (Home-stay) সুবিধা প্রদানকারী, স্থানীয় ট্যুর গাইড, কমিউনিটি লিডার, স্থানীয় রেস্তোরাঁ, স্থানীয় পরিবহণ এবং পর্যটন কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট পরিষেবা প্রদানকারীরা অন্যতম। বাংলাদেশের যেসব পর্যটন আকর্ষণীয়স্থানে পর্যটকরা গমন করে কিংবা পর্যটকদের আকৃষ্ট করে, কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী আবাসন, খাবার, পরিবহণ, নিরাপত্তা, পর্যটন কর্মকান্ড কিংবা পর্যটন সেবা প্রদানকারী ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সরবরাহ পর্যাপ্ত নেই সেসব স্থানে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে নিম্নবর্ণিত কিছু সম্ভাব্য ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন বিকাশ করা যেতে পারে:

ক. প্রকৃতি ভিত্তিক পর্যটন সাইট, যেমন: বগা লেক, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান ইত্যাদি;
খ. সুরক্ষিত এলাকা সংলগ্ন পর্যটন সাইট, যেমন: সুন্দরবনের সংরক্ষিত বন এলাকার পাশ্ববর্তী স্থান, রেমা-কালেঙ্গা অভয়ারণ্য ইত্যাদি;
গ. জলাভূমি, যেমন: টাঙ্গুয়ার হাওড়, হাকালুকি হাওড় ইত্যাদি;
ঘ. সমুদ্র এবং সমুদ্র সৈকত ভিত্তিক পর্যটন সাইটগুলোর আশেপাশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, যেমন : সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কক্সবাজার, কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত ইত্যাদি;

ঙ. অন্যান্য সাংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠী, যেমন: পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী নৃ-জনগোষ্ঠী ইত্যাদি;

চ. প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের আশেপাশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, যেমন: পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার এবং কুমিল্লার লালমাই পাহাড় ইত্যাদি;

ছ. অনন্য পেশা, কারুশিল্প এবং ঐতিহ্যগতভাবে সমৃদ্ধ গ্রাম, যেমন: নারায়ণগঞ্জের জামদানি পল্লী, সিরাজগঞ্জের তাঁত এবং সাভারের বেদে পল্লী ইত্যাদি।

প্রতিবছর স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি অংশীজন বা সংগঠন, স্থানীয় কমিউনিটি, সাংবাদিকদের সহায়তায় কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিত করে পর্যটন সম্পদের ডকুমেন্টেশন এবং কমিউনিটির ডাটাবেজ প্রস্তুত করা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের দায়িত্ব। এছাড়া কমিউনিটি পর্যটনে সম্পৃক্ত সকলকে প্রশিক্ষণে সম্পৃক্তকরণ। স্থানীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও বিকাশ, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টিতে পর্যটকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং কমিউনিটি ট্যুরিজমে প্রদত্ত সেবার মান নির্ধারণ ও উন্নয়ন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কর্মপরিধির আওতাভুক্ত।
মানসম্মত/স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৫. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের বাজার সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ :

কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন বিকাশের পূর্বশর্ত হলো বাজার সম্ভাব্যতা যাচাই করা। বাজারের সম্ভাবনা মূল্যায়ন ও উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কৌশল গ্রহণ করা:

ক. চিহ্নিত কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের চাহিদা ও যোগান তথা বাজার সম্পর্কে স্টাডি/সমীক্ষা পরিচালনা করা।

খ. চিহ্নিত অথবা সম্ভাব্য কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন, বিকাশ ও প্রমোশনের জন্য ফ্যাম ট্যুরের আয়োজন করা।

গ. বিভিন্ন এলাকার কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনে যুক্ত পরিবারের সদস্য/উদ্যোক্তাগণকে একত্রিত করে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা করা এবং উত্তম চর্চা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঘ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন এলাকার স্থানীয় প্রশাসন/ স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান/ স্থানীয় কমিউনিটির মাসিক/বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত বিশ্লেষণ ও করণীয় নির্ধারণ।

৬. কমিউনিটি পর্যটন বিকাশের জন্য প্রতিপালনযোগ্য বিষয়সমূহ :

কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের মূলনীতি হল টেকসই পর্যটন কার্যক্রমের মাধ্যমে তৃণমূল স্তরের জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। এ জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে :

৬.১ কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন বিকাশে কার্যক্রম গ্রহণ :

ক. **নিবন্ধন:** সিবিটি উদ্যোক্তা, হোমস্টে ও সিবিটি সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রদানকারীদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক থেকে সিবিটি ও হোমস্টে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ পৃথক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। এছাড়াও সময়সীমা নির্ধারণ করে নবায়ন প্রক্রিয়া চালু থাকবে।

খ. **আবাসন:** কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন বিকাশে চিহ্নিত কমিউনিটির আবাসন ব্যবস্থা/হোমস্টে এর বর্তমান অবস্থার ডাটাবেজ প্রস্তুত করে স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি করা। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সুপারিশের ভিত্তিতে স্থানীয় নকশা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যগত শৈলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে আবাসন সুবিধাদি বৃদ্ধি ও পরিবেশবান্ধব আবাসন নির্মাণ ও মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। হোমস্টে'তে মানসম্মত শৌচাগার এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি হোমস্টে'তে বর্জ্য পৃথকীকরণ, পুন:ব্যবহারযোগ্য পণ্য এবং জৈব সার ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে হবে। সৌরশক্তি এবং অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তি উৎস ব্যাবহারকে উৎসাহিত করা হবে।

গ. **নিরাপত্তা:** স্থানীয় কমিউনিটি কর্তৃক পরিচালিত সিবিটি'র বিষয়ে উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন/ উপজেলা/ পরিষদ/পৌরসভা, থানা-পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করা এবং পর্যটকদের নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিতকল্পে নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। প্রতিটি হোমস্টে পরিচালনাকারীর নিরাপত্তা যাচাই নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. **স্বাস্থ্যবিধি:** খাদ্য এবং পানীয় তৈরি ও পরিবেশনা, আবাসন ও পরিবেশ পরিপাটি, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থা বজায় রাখা এবং পর্যটন সেবা প্রদানে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিক/উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. **সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধকরণ কর্মকাণ্ডের**: কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের সর্বস্তরে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

চ. **পরিবেশ সংরক্ষণ:** কমিউনিটি পর্যটনে প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রতিবেশ, পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের প্রতি যেন কোন প্রকার ক্ষতিসাধন না হয় তা নিশ্চিত কতে হবে। কর্ম ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি সাশ্রয় ও বন্যপ্রাণী রক্ষা, প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল রক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে।

ছ. খাবার ব্যবস্থাপনা: পর্যটকদের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে স্থানীয় এবং মূল্য উল্লেখপূর্বক ঐতিহ্যবাহী, বৈচিত্র্যময়, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, উপজেলা/ইউনিয়নের সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

জ. **সক্ষমতা বৃদ্ধি** : কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন বিষয়ে উদ্যোক্তা তৈরী ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা প্রশিক্ষণ আয়োজন ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করা। প্রশিক্ষণ শেষে কমিউনিটির

মাধ্যমে পর্যটন সেবা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। উদ্যোক্তাদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং পর্যটক আগমনে উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঝ. **পর্যটন সাইট ও কর্মকান্ডের ডাটাবেজ** : যেসব পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্রিক সিবিটি গড়ে উঠেছে অথবা সম্ভাবনা রয়েছে, সেবব পর্যটন সাইটের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি, ছবি ভিত্তিক ডাটাবেজ পর্যটন ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পর্যটন কর্মকান্ডের মধ্যে পর্যটক আকর্ষণ উপভোগ, নৌকা ও সাইকেল ভ্রমণের রুট, সময় ও প্যাকেজ নির্ধারণ, স্থানীয় খেলাধুলা, ফটোগ্রাফি/ ভিডিওগ্রাফি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঘর-বাড়ি পরিদর্শন জীবনধারা এবং লোক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা, স্থানীয় মেলা/ নৌকাবাইচ, হাটবাজার, এডভেঞ্চার ট্যুরিজম, কৃষি/মৎস্য কাজ, স্থানীয় রান্না শিখন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, চিত্রাঙ্কন, স্থানীয় রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও উৎসব ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঞ. **পরিবহণ :** পর্যটন আকর্ষণ স্থান এবং কমিউনিটিতে গমনের পরিবহন ব্যবস্থার বিষয়ে পর্যটকদের অবহিত করতে হবে। গরুর গাড়ি, পালকিসহ হারিয়ে যাওয়া অঞ্চলভিত্তিক পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

ট. **হেরিটেজ ট্যুরিজম** : পর্যটকদের জন্য রাজার বাড়ি/জমিদার বাড়ি, আদিবাসী/স্থানীয়দের পুরাতন বাড়ি, ঐতিহ্যবাহী গ্রাম, প্রত্নতত্ত্ব স্থাপনা, কমিউনিটির নাম ও নামকরণের ইতিহাস ইত্যাদি পর্যটকদের নিকট উপস্থাপনের মাধ্যমে হেরিটেজ ট্যুরিজম এর বিকাশ সাধন করতে হবে। তবে প্রত্নতাত্বিক স্থাপনা/নিদর্শনসমূঞ যেন কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় নিশ্চিত করতে হবে।

ঠ. ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কমিউনিটি ভিত্তিক প্যাকেজ প্রস্তুত এবং ট্যুর অপারেটরদের ও ট্যুরগাইডদের সাথে সমন্বয় করিয়ে দেয়া হবে।

ড. **স্যুভেনির**: ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কতৃক কমিউনিটি কর্তৃক স্যুভেনির প্রস্তুত, প্রদর্শন এবং বিক্রির জন্য সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা ও উপকরণ সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঢ. **উচ্চ শব্দে গান ও বাজনা নিষিদ্ধকরণ**: পরিবেশ, প্রতিবেশের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক উচ্চশব্দে গান ও বাজনা পরিহার করতে হবে।

৬.২ স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা

- প্রতিটি সিবিটি এলাকায় নিরাপদ পানীয় জলের জন্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- পর্যটকবান্ধব শৌচাগার, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- সংকট ও দুর্যোগ মোকাবিলায় **কমিউনিটি রেসপন্স প্ল্যান** প্রণয়ন করা হবে।
- নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণ প্রস্তুতি ও পরিবেশনে নিয়ম নির্ধারণপূর্বক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।
- প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান অর্জনপূর্বক নিকটস্থ হাসপাতাল, ক্লিনিক ও জরুরী যোগাযোগ নাম্বারের তালিকা প্রদর্শন নিশ্চিত করা হবে।

৬.৩ মান ও সেবা মানদন্ড

- আন্তর্জাতিক মান অনুসারে স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা ও আতিথেয়তার স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করা হবে।
- গ্রেডিং/রেটিং সিস্টেম প্রবর্তন করা হবে।
- নির্দিষ্ট সময় পরপর বা বছরে একবার কমিউনিটিতে আগত পর্যটকদের সন্তুষ্টি জরিপ করা হবে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ ধরণের জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৬.৪ কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উন্নয়নে সহযোগিতা এবং সমন্বয়

ক. প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থা, কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় কমিউনিটি, এনজিওদের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা করতে হবে।

খ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থানীয় পণ্য ও পরিষেবার যেমন : আবাসন, পরিবহণ ব্যবস্থা, ... পণ্য, খাদ্য এবং স্যুভেনির সর্বাধিক ব্যবহার এবং ক্রয় নিশ্চিত করতে হবে।

গ. স্থানীয় লোকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ক্ষতি এড়ানোর জন্য পর্যটকদেরকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক সচেতন করতে হবে।

ঘ. পর্যটকদেরকে মানসম্মত অভিজ্ঞতা প্রদান এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর বিরূপ প্রভাব হ্রাস করতে গন্তব্যের ধারণ ক্ষমতার (Carrying Capacity) উপর ভিত্তি করে পর্যটকদের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রয়োজনে যথাযথ কতৃপক্ষ কর্তৃক কোন স্পট বা সিবিটি নিদিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা যেতে পারে।

ঙ. উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ পর্যটন কার্যক্রমগুলো বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন গাইডদের সহায়তায় পরিচালনা করা।

চ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত দক্ষতা, জ্ঞান এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রদান করতে হবে।

ঝ. পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান ও আশেপাশের কমিউনিটিকে পর্যটন সেবায় অন্তর্ভুক্ত করে খাবার, পানীয়, আবাসন, ভ্রমণ প্যাকেজ বিক্রির সুযোগ তৈরি করতে হবে।

ঞ. কমিউনিটি বিভিন্ন পরিবারের তৈরি স্যুভেনির বিক্রির জন্য বিপণনের সাহায্য করতে হবে।

৬.৫ কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের অংশীজন সম্পৃক্তকরণ

ক. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন সাইটের নিকটবর্তী বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর উপর যেন নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।

খ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উন্নয়নে যথাযথ অবদান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট পর্যটক, স্টেকহোল্ডার এবং কমিউনিটির দায়িত্ব/ভূমিকা চিহ্নিত করা এবং প্রতিপালন করা।

গ. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে লিঙ্গ সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

ঘ. মৌলিক পরিষেবাগুলো (যেমন: পানি, স্যানিটেশন, বিদ্যুৎ, জ্বালানী, ইন্টারনেট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সহজলভ্য করা।

ঙ. সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট এবং সর্বসম্মত মুনাফা বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

চ. আমদানিকৃত পণ্যের পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে তৈরি পণ্য ব্যবহারে প্রাধান্য দেওয়া।

ছ. প্রতিবেশী এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন সম্প্রসারণের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

জ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী জীবনধারার সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

ঝ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং স্থানীয়দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

৭. সংরক্ষণ

বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনআকর্ষণ সংরক্ষণ এবং কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন নিশ্চিত সম্ভব। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উদ্যোগ উৎসাহিতকরণ এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করতে নিম্নলিখিত নির্দেশনাগুলো গ্রহণ করা:

৭.১ প্রভাব নিয়ন্ত্রণ

কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় সুবিধাগুলো সর্বাধিক করার উদ্দেশ্যে এবং পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা:

ক. পানি ও শক্তির অপচয় এবং দূষণ রোধ করতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও পরিচালনা উভয় পর্যায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সচেতনতামুলক কর্মসূচী গ্রহণ করা।

খ. শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি (Energy Efficient Technology) যথাযথ এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

গ. পুনর্ব্যবহারকে (Recycling) উৎসাহিত করা এবং বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা।

ঘ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন এলাকায় পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবহার করা।

ঙ. স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার ব্যবহার এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যবস্থা করা।

চ. দায়িত্বশীল ও মানসম্মত পর্যটনআকর্ষণের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা এবং বিপণনে সহায়তা করা।

ছ. সরকারি বা শিল্প সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে পণ্য ও পরিষেবা প্রদান করা।
জ. দর্শনার্থী এবং ট্যুর অপারেটরদের মধ্যে সংরক্ষণ বিষয়ক এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৭.২ কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণ

দীর্ঘমেয়াদে টেকসই সাফল্যের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন যথাযথভাবে পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করা প্রয়োজন। কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ:

ক. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন সম্পর্কিত উদ্যোগে সফলতা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে এর সাফল্যের পাশাপাশি দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা।

খ. ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন কার্যক্রমের স্থায়িত্ব মূল্যায়ন করার জন্য যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা।

গ. কমিউনিটি স্তরের ব্যবহার উপযোগী এবং সহজ সূচক ব্যবস্থা (যেমন: অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা, দর্শনার্থীদের সন্তুষ্টি, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া, সুস্থতা এবং পরিবেশগত পরিবর্তন) প্রণয়ন করার মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উদ্যোগের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা।

ঘ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন কার্যক্রমের জন্য পর্যটক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা এবং তা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

ঙ. জাতীয় বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি খাতের কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উদ্যোগের বিকাশে সহায়তা করা।
চ. ‘কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন গাইডলাইনের দায়িত্বশীল অনুশীলন এর স্বীকৃতি এবং অ্যাওয়ার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৮. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন প্রচারের পদ্ধতি

কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের প্রচারণা কার্যক্রম পরিকল্পনায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা, যেমন: প্রচলিত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইন্টারনেট, মিডিয়া নির্বাচন ইত্যাদি। কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের প্রচারের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা:

ক. পর্যটকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, যেমন: গ্রামের হোম-স্টে অভিজ্ঞতা বা দূরবর্তী জঙ্গালের অভিযান অভিজ্ঞতা।

খ. জাতীয় পর্যটন ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে অন্যান্য পর্যটন প্রকল্প এবং প্রচারণার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা।

গ. বিভিন্ন ধরনের প্রচার মাধ্যম, যেমন: গণমাধ্যম, সরকারি পর্যটন অফিস এবং ওয়ার্ড-অফ-মাউথ (WOM) ব্যবহার করা।

ঘ. সোশ্যাল মিডিয়া, ট্রাভেল ব্লগ এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন ইনফ্লুয়েন্সর এর মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের প্রচারণা কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরেনের প্রচারপত্র, টিভিসি ভিডিও ও পোস্টার ব্যবহার করা।

ঙ. প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন ব্যবসায়কে নিত্য নতুন ট্রেন্ড এবং প্রচার কৌশলের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া।

চ. ই-ব্রুশিউর, ই-নিউজলেটার, প্রিন্টিং ব্রশিউরের মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের প্রচার ও প্রসার করা।

ছ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন বিষয়ক টিভি ও রেডিও অনুষ্ঠান আয়োজন করা।

জ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন সমৃদ্ধ এলাকায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।

৯. পর্যটক প্রাপ্তির চ্যানেল

কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের পর্যটক প্রাপ্তির জন্য দুই ধরনের চ্যানেল ব্যবহার করা:

৯.১ প্রচলিত চ্যানেল

সাধারণত, পর্যটকরা বিভিন্ন ধরণের চ্যানেল ব্যবহার করে একটি কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন গন্তব্য পরিদর্শন করে থাকে। প্রচলিত চ্যানেলগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদেশি ট্রাভেল এজেন্ট, দেশীয় ট্রাভেল এজেন্ট এবং স্থানীয় ট্যুর অপারেটর। এক্ষেত্রে পর্যটকরা সরাসরি অথবা স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিতে পারে।

৯.২ ডিজিটাল চ্যানেল

ওয়েবসাইট, অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি, সামাজিক যোগাযোগ প্লাটফর্ম, সার্চ ইঞ্জিন, ইলেকট্রনিক মিডিয়া কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের প্রচার ও প্রসারে কাজে লাগানো। ট্রিপ-এডভাইজার, ট্রিভাগো, বুকিং ডট কম, এক্সপিডিয়া এবং প্রাইসলাইন ইত্যাদির মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের প্রচার ও প্রসার করা। ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের জন্য ফেসবুক এবং ইউটিউব খুবই উপযোগী প্ল্যাটফর্ম। কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের জন্য ব্যবহার উপযোগী ফেইসবুক পেইজ ও গ্রুপ এবং ইউটিউব চ্যানেল ব্যবহার করা। কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক প্রয়োজন অনুসারে এক বা একাধিক চ্যানেল ব্যবহার করা। এছাড়াও পর্যটকদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় বুকিং প্লাটফর্ম যেখানে তারা হোমস্টে বুক, রিভিউ ও রেটিং দিতে পারবে। এক্ষেত্রে বুকিং এর ক্ষেত্রে ডিজিটাল পেমেন্ট, বুকিং বাতিল ও অগ্রিম অর্থ ফেরতের নিয়মাবলী উৎসাহিত করা হবে।

৯.৩ **প্রচারণা ও আন্তর্জাতিক সংযোগ**

- বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) আন্তর্জাতিক মেলায় সিবিটি ব্র্যান্ডিং করবে।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা করা হবে, টিভিসি এবং ব্রশিওর তৈরি করা হবে।
- আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং UNWTO-এর মানদন্ড অনুসরণ করা হবে।

১০. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের জন্য কমিটি

কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের উন্নয়ন এবং তা দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য দুইটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

১০.১ জাতীয় কমিউনিটি পর্যটন স্টিয়ারিং কমিটি

কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের জন্য গঠিত 'জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির' প্রধান হবেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের (বিটিবি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)। এই কমিটি বাংলাদেশের কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উন্নয়নে সহযোগিতা করবে পাশাপাশি সারাদেশে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করবে। কমিটির রূপরেখা নিম্নরুপঃ

১. বিটিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সভাপতি)
২. অতিরিক্ত সচিব (পর্যটন), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (সদস্য)
৩. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)
৪. স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)
৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)
৬. সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকদের প্রতিনিধি (সদস্য)
৭. বিটিবির গভর্ণিং বডির একজন প্রতিনিধি (সদস্য)
৮. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের (বিপিসি) প্রতিনিধি (সদস্য)
৯. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধি (সদস্য)
১০. সিবিটি বিশেষজ্ঞ (সদস্য)
১১. ট্যুরিস্ট পুলিশ (সদস্য)
১২. ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত সংস্থার প্রতিনিধি (সদস্য)
১৩. সাংবাদিক প্রতিনিধি (সদস্য)
১৪. উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (সদস্য সচিব)

কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনে অন্য কোন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যরা নূন্যতম উপসচিব বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার অধিকারী হবেন। কমিটি বছরে অন্তত একবার সভা করবে।

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করবে:

ক. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা।

খ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের জন্য একটি কার্যকরী এবং সাশ্রয়ী বিপণন কর্মসূচি প্রণয়ন করা।

গ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন সাইটের জন্য 'গ্রহণযোগ্য পরিবর্তনের সীমা' (Limit of Acceptable Change) এবং 'পর্যটন ধারণ ক্ষমতা' (Tourism Carrying Capacity Assessment) মূল্যায়ন করা।

ঘ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন বিকাশে বাধা সৃষ্টিকারী সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা।
ঙ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন পণ্য ও পরিষেবার মান পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা।

১০.২ জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি

সকল জেলায় জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি রয়েছে। জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উন্নয়ন সম্পর্কিত নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে :

ক. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন বিকাশের জন্য সম্ভাব্য স্থানগুলি চিহ্নিত করা।
খ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উন্নয়নের জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা এবং কৌশল বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।
গ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন সাইটে অবস্থিত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ও পরিচালিত পর্যটন পরিষেবার মান নির্ধারণ ওনিয়ন্ত্রণ করা।
ঘ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর যেসকল ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব পরতে পারে তা চিহ্নিত করা।
ঙ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উন্নয়নের জন্য পরিবেশগত এবং সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কার্যাবলীর অনুশীলন নিশ্চিত করা।
চ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন বিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা, ঝুঁকি, শক্তি এবং পরিবর্তন সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা।
ছ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন পরিচালনায় উচ্চমানের এবং আনন্দদায়ক পরিষেবা প্রদানে দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা।
জ. বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য এবং পরামর্শ প্রদান করে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিকে সহায়তা করা।

১১. তহবিলের উৎস/ বাজেট প্রণয়ন

পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিতভাবে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের উন্নয়নের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট পর্যটন এলাকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নতিতে ভূমিকা রাখা সম্ভব। দেশব্যাপী কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নিশ্চিত করা:

ক. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন ব্যবসায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি তহবিলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা।
খ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন ব্যবসায়ে আগ্রহী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সহজ শর্তে ঋণ মঞ্জুরের ব্যবস্থা করা।

গ. কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য জেলা পর্যায়ে “পর্যটন উন্নয়ন তহবিল”গঠন করা এবং এই তহবিলের ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ঘ. সিবিটি কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে প্রতিষ্ঠিত পর্যটন সমিতি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং শিল্পপতিদের কাছ থেকে স্পন্সরশীপ সংগ্রহ করা।

ঙ. পাবলিক প্রাইভেট কমিউনিটি পার্টনারশিপ (PPCP) প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করা।

চ. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সিবিটি চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন, বিকাশ, বাজারজাতকরণ, প্রমোশনের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা।